50693 - নির্দিষ্ট কোন রাতকে লাইলাতুল কদর হিসেবে সুনিশ্চিত করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়

প্রশ্ন

প্রশ্ন:
অন্য কোন রাত্রিতে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় না করে শুধু লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করার বিধান কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এক:

লাইলাতুল কদর বা ভাগ্য রজনীতেইবাদত করার মহান ফজিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। আমাদের মহান প্রতিপালক উল্লেখ করেছেন যে, এই রজনী হাজার মাসের চেয়ে উত্তম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখ করেছেনযে ব্যক্তি ঈমান সহকারে ও প্রতিদানের আশায় লাইলাতুল কদরে নামায পড়বে তার অতীতের সমস্ত গুনাহমাফ করে দেয়া হবে।

আল্লাহতাআলা বলেছেন:

১. নিশ্চয়ই আমি এটি নাযিল করেছিলাইলাতুল কদরে। ২. তোমাককেসে জানাবে লাইলাতুল ক্বদর কি? ৩. লাইলাতুল ক্বদর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। ৪. সেরাতে ফেরেশতারাও রূহ (জিবরাইল) তাঁদের রবের অনুমতক্রিমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়েঅবতরণ করেন। ৫. শান্তিময় সেই রাত, ফজরের সূচনা পর্যন্ত।” [সূরা আল কদর, ৯৭: ১-৫]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামথেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে এবং প্রতিদানের আশায় লাইলাতুল ক্বদরেনামায পড়বে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।”[সহীহ বুখারী (১৯০১) ও মুসলিম (৭৬০)]হাদিসে“ঈমান সহকারে”কথাটির অর্থ হচ্ছে- এই রাতের মর্যাদা ও বিশেষ আমল শরিয়তসম্মত হওয়ার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। আর “প্রতিদানের আশায়” কথাটির অর্থ হচ্ছে- নিয়্যতকে আল্লাহ

তাআলার জন্য একনিষ্ঠ করা।

দুই :

কোনরাতটলিাইলাতুলক্দরতানয়ি‘আলমেদরেমাঝবেভিন্নি অভমিতরয়ছে।‘ফাত্হুল বারী’ গ্রন্থউেল্লখে করাহয়ছে যএে সংক্রান্ত অভমিত৪০ টরিউপরে পৌঁছছে। এক্ষত্রেসেবচয়েসেঠকিমতহললাইলাতুল কদররমজান মাসরেশষেদশকরেকোনএক বজোেড়রাত।

আয়শো রাদয়িাল্লাহু আনহা থকেে বর্ণতি হয়ছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহওিয়া সাল্লামবলছেনে: “রমজানরে শষে দশকরে বজোেড় রাতগুলাোতেলোইলাতুল ক্দর অনুসন্ধান কর।”[সহীহ বুখারী (২০১৭) ও সহীহমুসলমি (১১৬৯), তবে শব্দচয়ন ইমাম বুখারী]

ইমাম বুখারী এই হাদসিটরি শরিোনাম লখিছেনে“রমজানরে শষে দশকরে বজোেড় রাত লাইলাতুল ক্দর অনুসন্ধান”। এই রাতটি গোপন রাখার পছেনে রহস্য হল মুসলমানদরেকে রমজানরে শষে দশকরে সবগুলো রাতে ‘ইবাদত-বন্দগেী, দোয়াও যকিরিরে উপর সক্রয়ি রাখা। একই রহস্যরে কারণে জুমার দনিরেযে সময়টতিে দোয়াকবুল হয় তা সুনর্দিষ্টি করে দয়ো হয়নি এবং একই কারণে আল্লাহর ঐ ৯৯ টি নাম সুনর্দিষ্টি করে দয়ো হয়নি যে নামগুলোর ব্যাপারনেবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহওিয়া সাল্লামবলছেনে:“যে ব্যক্তনিামগুলো গণনা করবে [অর্থাৎমুখস্ত করব,ে এর অর্থ বুঝবে এবং সে অনুযায়ী আমল করব]ে সে জান্নাতে প্রবশে করব।ে”[সহীহ বুখারী (২৭৩৬) ও সহীহ মুসলমি (২৬৭৭)] হাফজে ইবনে হাজার রাহমিাহুল্লাহ বলনে:

“তাঁর বক্তব্যঅর্থাৎইমামবুখারীর বক্তব্য“পরচ্ছিদে: রমজানরেশষেদশকরেবজোেড়রাতলোইলাতুলক্দরঅনুসন্ধান”এইশরিোনাম থকেে লাইলাতুলক্দররমজান মাসে হওয়া,রমজানরে শষে দশকে হওয়া এবং শষেদশকরেবজোেড়কোনে রাতে হওয়ার ব্যাপারে প্রবলইঙ্গতিপাওয়াযায়। কনি্তু সুনর্দিষ্টিভাবে সটেকিোনেরাত- এমনকোনে ইঙ্গতি পাওয়া যায় না। এ সংক্রান্ত হাদসিরে বর্ণনাগুলো একত্রতি করলে এতটুকু প্রমাণই ফুটে উঠ।ে”[ফাতহুল বারী (৪/২৬০)]

তনিি আরও বলছেনে :

‘আলমেগণ বলনে, এই রাতটরি নর্দিষ্টি তারখি গোপন রাখার পছিনে হকিমত হল মানুষ যনে এ রাতরে মর্যাদা লাভরে জন্য চষ্টো সাধনা কর।ে নর্দিষ্টি তারখি জানা থাকলে মানুষ শুধু নর্দিষ্টিভাবে সইে রাতে ইবাদত-বন্দগেীকরত।একই ধরনরে ব্যাখ্যা জুমার দনিরে (দোয়াকবুলরে) সুনর্দিষ্টি সময় গোপন রাখার ব্যাপারে ইতপূির্বউেল্লখে করা হয়ছে।ে”[ফাত্হুল বারী (৪/২৬৬)]

তিন: পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, কারো পক্ষে নির্দিষ্ট কোন রাতের ব্যাপারে এ নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব নয় যে, এটাই 'লাইলাতুল ক্বদর'। বিশেষতঃ যখন আমরা জানি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটি কোন রাত তা সুনির্দিষ্টভাবে উম্মতকে জানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরে তিনি জানিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা এর জ্ঞান উঠিয়ে নিয়েছেন। উবাদা ইবনে সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'লাইলাতুল ক্বদর' এর ব্যাপারে খবর দিতে বের হলেন। এ সময় দু'জন মুসলমান ঝগড়া করছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

"আমি আপনাদেরকে 'লাইলাতুল ক্বদর' এর ব্যাপারে অবহিত করতে বের হয়েছিলাম। কিন্তু অমুক অমুক ব্যক্তি বিবাদে লিপ্ত হওয়ায় তা (সেই জ্ঞান) উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। আশা করি উঠিয়ে নেয়াটা আপনাদের জন্য বেশি ভাল হয়েছে। আপনারা সপ্তম (২৭ তম), নবম (২৯ তম) এবং পঞ্চম (২৫ তম) তারিখে এর সন্ধান করুন।"[সহীহ বুখারী (৪৯)]

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির আলেমগণ বলেন:

"রমজান মাসে নির্দিষ্ট কোন রাতকে লাইলাতুল ক্বদর হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য সুস্পষ্ট দলীলের প্রয়োজন। তবে অন্যান্য রাতের চেয়ে শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোর কোন একটিতে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আর এর মধ্যে ২৭তম রাতে হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। বিভিন্ন হাদিস থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায়।এ বিষয়টি আমরা ইতিপূর্বেও উল্লেখ করেছি।"

[ফাতাওয়াল্ লাজনাহ আদ্দায়িমা (ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র) (১০/৪১৩)]

তাই একজন মুসলিমের নির্দিষ্ট কোন রাতকে লাইলাতুল ক্বদর হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত নয়। কারণ এতে করে এমন বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়, আসলে যে বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করা সম্ভবপর নয়। এবং এতে করে ব্যক্তি নিজেকে প্রভূত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করার সম্ভাবনা তৈরী হয়। হতে পারে লাইলাতুল কদর ২১তম রাতে অথবা ২৩তম রাতে অথবা ২৯তম রাতে। তাই কেউ যদি শুধু ২৭তম রাতে নামায আদায় করে এতে করে তিনি অফুরন্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবেন এবং এই মুবারকময় রাতের ফজিলত হারাবেন। সুতরাং একজন মুসলিমের উচিত গোটা রমজান জুড়ে আনুগত্য ও 'ইবাদতের কাজে সর্বোচ্চ সাধনা চালানো। আর শেষ দশকে আরো বেশি তৎপর হওয়া। এটাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ।আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন :"(রমজানের শেষ) দশ রাত্রি শুরু হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোমর বেঁধে নামতেন। তিনি নিজে রাত জেগে ইবাদত করতেন এবং তাঁর পরিবারবর্গকে (ইবাদাতের জন্য) জাগিয়ে দিতেন।" [সহীহ বুখারী (২০২৪) ও সহীহ মুসলিম (১১৭৪)] আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।